উজানী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ, প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।
১৩২৪

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং হইতে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

7.2.74
7826

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীঅধরচন্দ্র দাস।
৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী।

৮/২৭(৮)

উজানি।

চণ্ডালী।

বৃদ্ধ খঞ্জ চণ্ডালী এক
শ্রীমুখ দেখিতে রথে,
একাকিনী হায় চলে ধীরি ধীরি
মেদিনীপুরের পথে।

দিবসে যে শুধু হাঁটে এক ক্রোশ
তাহার একি গো দায়,
গৃহ হতে দূর একশত ক্রোশ
পুরীধাম যেতে চায়।

দলে দলে যায় পুরীর যাত্রী
খোঁজ করে কেবা কার,
সেই সবাকার পিছু পড়ে' থাকে
চলিতে পারে না আর।

রথযাত্রার যবে শুধু আর
দুই দিন বাকি আছে,
বহু কষ্টে সে পঁহুছিল সাঁজে
আসি কটকের কাছে।

কোথা যাবি বুড়ী পথিক জনেক
সুধালে সেখানে তারে,
বৃদ্ধা বলিল, চলিয়াছি বাবা
চাঁদ মুখ দেখিবারে॥

ঈষৎ হাসিয়া, পথিক বলিল
কেমনে পারিবি বুড়ী,
রাত পোহালে যে কা'ল রথ খেপি
দেখিবি কেমন করি?

শুনি চণ্ডালী, রুষিয়া বলিল
বাকি যে এখনো পথ,
কি বলিছ তুমি রাতি পোহাইলে
কেমনে হইবে রথ!

হাসিয়া পথিক বলিল তাই ত,
চল তাড়াতাড়ি চল;
তুই খেপী যদি না যাইবি সেথা
রথ কে টানিবে বল?

ঘুমাইল বুড়ী রজনী প্রভাতে
উঠে বলে চল যাই,
দুটি পা তাহার বেদনা-জড়িত,
উঠিতে শকতি নাই।

বিষম বেদনা পারে না নড়িতে,
তবু দিয়া হামাগুড়ি,
রথেতে দেখিবে শ্রীমুখ বলিয়া
চলিতে লাগিল বুড়ী।

ভক্তেরা সব জুটেছে শ্রীধামে,
রথযাত্রা যে আজি,
কাঙালের হরি উঠেছেন রথে
অভিনব বেশে সাজি।

একি অঘটন, একি হ'ল আজ
চলে না দেবের রথ !
অযুত ভক্ত টানিছে রশ্মি,
কর্দ্দমহীন পথ।

জুড়িল হস্তী, তবু যে গো রথ
তেমনি রহিল থির ;
ভাবনা-আকুল, প্রধান পাণ্ডা
ঝরে নয়নের নীর !

ধূলার মাঝারে লুটায়ে পাণ্ডা
জানিতে পারিল ধ্যানে,
প্রবল ভক্ত কে এক রথের
পশ্চাৎ দিকে টানে।

যাবৎ না ছোঁয় সুমুখের রশি
পূত করতল তার,
হাজার হস্তী, রথের চক্র
নড়াতে নারিবে আর।

বাহির হইল পাণ্ডার দল
ভক্ত অন্বেষণে,
কৌপীনপরা সন্ন্যাসী আনে
বৈষ্ণব সাধু জনে।

তিলক-ভূষিত, নামাবলীধারী,
ব্রাহ্মণ আনে ধ'রে,
কাহারো পরশে সে বিরাট রথ
একতিল নাহি নড়ে'।

খুঁজিতে খুঁজিতে কতদূরে আসি
প্রধান পাণ্ডা হায়,
দেখিল খঞ্জ বৃদ্ধা জনেক
পুরী অভিমুখে যায়।

হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ী
পাণ্ডা সুধা'ল তারে,
প্রখর রৌদ্রে ভিক্ষার লাগি
যাইবি কাহার দ্বারে।

তপ্ত বালুতে পুড়িতেছে পদ,
আঁখি ভরে গেছে জলে,
দিনু এই সিকি ফিরে গিয়ে বস্
ওই অশথের তলে।

বুড়ী বলে বাবা বল কবে রথ
পয়সাতে কাজ নাই,
রথেতে দেখিব শ্রীমুখ বলিয়া
রোদে চলিয়াছি তাই।

শুনি' ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে,
বৃদ্ধারে বুকে করি',
'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলিয়া ছুটিল
পুরীর সড়ক ধরি'।

ফাঁফর বৃদ্ধা বলে দাও ছাড়ি'
বাবা গো চাঁড়ালি মুই,
ব্রাহ্মণ বলে দে মা পদধূলি
গুরুর গুরু যে তুই।

চকিতে দেখিল যাত্রীরা সবে
জয় জয় জয় বলে,
প্রধান পাণ্ডা আসিল রে সেই
খোঁড়া বুড়ী লয়ে কোলে।
অচল সে রথ চলিতে লাগিল,
বুড়ী দিল যবে হাত,
উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিল
ধন্য জগন্নাথ !
সাশ্রুনয়নে, অযুত কণ্ঠে,
গাহিল অযুত প্রাণ,
সত্যই তুমি কাঙালের হরি
ভক্তের ভগবান।

——

চন্দ্রকান্ত।

(১)

ভিখারী চন্দ্রকান্ত।
বৃন্দাবনের দুর্গম পথে
হইল আজিকে পান্থ।
সাথে সাথে চলে কত লোক জন,
কেহ না সুধায়, করে না যতন,
কভু অনাহার, অর্দ্ধভোজন,
তবুও না হয় ক্ষান্ত।

(২)

হেরিবার আগে নেহারে মানস
নিবিড় তমাল কুঞ্জ,
যেথা শুক সারী গাহিছে মধুর,
বাজিছে কাঁকণ ব্রজের বধূর,
শুনি রাধিকার কনক নুপুর
ফুটিছে কুসুমপুঞ্জ।

(৩)

কখনো দেখে সে মধু দোল রাসে
বিপিন পুলকপূর্ণ,
দোদুল দোদুল দোলে হিন্দোলা,
কিশোরী রাধিকা ভীতা চঞ্চলা,
বহিছে যমুনা মধুকল্লোলা
বহিয়া চন্দ্রচূর্ণ।

(৪)

স্বপনে ভক্ত পায় রহি রহি
বনকুসুমের গন্ধ।
কভু পশে কাণে বাঁশরীর সাড়া,
উদাস পরাণ করে মাতোয়ারা,
ভেঙে যায় ঘুম ঝরে আঁখিধারা
হৃদে জাগে সেই ছন্দ।

(৫)

একে একে হায় ফুরাইল পথ
পুলকিত সব যাত্রী,
চন্দ্রকান্ত ভাবে বারবার,
রজে গড়াগড়ি দিবে দেহ তার,
একি আনন্দ পুলক অপার,
জাগিয়া কাটিল রাত্রি।

(৬)

রজনী প্রভাতে ভীম বিসূচিকা
প্রবল প্রতাপযুক্ত,
পরশিল আসি তাহারেই একা,
মিটিল না আশা, হলনা যে দেখা,
কোথা হরি কোথা, কোথা প্রাণসখা,
কাঁদিতে লাগিল ভক্ত।

(৭)

মুমূর্ষু তার ছাড়িয়া সঙ্গ
পলাইল সব সঙ্গী।
দোলযাত্রার দেরী নাহি আর,
চলেছে যাত্রী কাতারে কাতার
পাণ্ডারা সবে ডাকে বারবার
করিয়া কতই ভঙ্গী।

(৮)

সঙ্গীরা সব হেরিল তীর্থে
কত সুন্দর হর্ম্ম্য,
ফাগে লালে লাল হেরিল শ্রীধাম
কত মন্দির, কত রাধাশ্যাম,
হেরিল যমুনা নয়নাভিরাম
সার্থক সব কর্ম্ম।

উ জানি।

(৯)

দোল পূর্ণিমা কুঞ্জে কুঞ্জে
শোভার নাহিক অন্ত,
দেখিল সকলে বিস্ময়ে চাহি'
গীতগোবিন্দ শ্লোক গাহি' গাহি'
ভ্রমিছে কে ওই, ও যে ধরাশায়ী
সেই সে চন্দ্রকান্ত।

(১০)

প্রতি মন্দিরে তাহারি মূর্ত্তি
প্রথম পড়িলে চক্ষে,
সচকিতে সবে নোয়াইল মাথা,
হল না সাহস কহিবারে কথা,
সে দুটী আঁখির শেষব্যাকুলতা
জাগিয়া উঠিল বক্ষে।

(১১)

বনপরিক্রমা শেষ হল আজ
ফিরিছে সকল যাত্রী।
কত কথা কয়, গায় কত গান,
তবু অতৃপ্তি ভরা যেন প্রাণ,
কার স্মৃতিটুকু করিতেছে ম্লান
কৌমুদী ঢালা রাত্রি॥

(১২)

নৈশপবনে রহি রহি আজ
সভয়ে শুনিল শূন্যে,
কে যেন ডাকিয়া বলে:বারবার,
রহিনু বন্ধু যাবনা'ক আর,
কুঞ্জেতে ঠাঁই হয়েছে আমার,
শুধু তোমাদেরি পুণ্যে।

(১৩)

পথে যেতে যেতে হেরিল সকলে
সেই সে 'সরাই' ক্ষেত্রে,
একটী নূতন সমাধি আগুলি,
রয়েছে সে চেনা ভিক্ষার ঝুলি,
শতেক পরাণ উঠিল আকুলি
এলো আঁখিজল নেত্রে।

(১৪)

মন্দিরে সবে হেরিনু কাহারে
সেকি জীবন্ত চিত্র।
বলে যাত্রীরা, আঁখি ছলছল
মরণ ভক্তে করে কি সবল,
মৃত্যু কি এত পাণ্ডা সরল
এমন ভকত মিত্র॥

(১৫)

গ্রামে ফিরে গিয়া বলিল সকলে
এলো না চন্দ্রকান্ত,
ফিরে মাধুকরী মাগি, সে কেবল
করিয়াছে গৃহ তমালের তল,
পিয়ে করপুটে যমুনার জল,
হইয়াছে উদ্‌ভ্রান্ত।

(১৬)

বিরহবিধুরা পত্নী তাহার
চাপি' জল আঁখিপ্রান্তে,
পর্ণকুটীরে আশায় আশায়
তারি পথ চেয়ে জীবন কাটায়,
লুটে প্রতিদিন তুলসীতলায়
ফিরাতে সুদূরপান্থে।

বিমলা।

রজনী হয়েছে ভোর,
বিমলা যেতেছে উজানি ছাড়িয়া
ফেলিছে নয়নলোর।
অজয়ের ঘাটে আসিয়াছে তরী
মাঝি ডাকে বারবার,
লোহিতকিরণ অরুণ উঠেছে
করো না গো দেরী আর।

কে শুনে সে কথা যত গ্রামবধূ
ভাসিছে নয়ননীরে!
বিমলারে আজি সাজাইছে সবে
রয়েছে তাহারে ঘিরে।

জননী বিয়োগে রাখিবে না গ্রামে
শ্বশুর যেতেছে লয়ে,
ত্যজিতে এ গ্রাম কাতর বিমলা
কাঁদিছে অধীরা হয়ে।

উজানিতে তার মায়ার বাঁধন
সকলি গিয়াছে টুটি'
তবু কেন আজ আকুল হৃদয়
অবশ চরণ দুটী!

প্রতি গৃহখানি, প্রতি তরুলতা,
ভ্রাতা ভগিনীর মত,
বাঁধিয়াছে তার হৃদয়েতে যেন
স্নেহের বাঁধন শত।

সেই ভাই বোন, সেই মাতাপিতা,
সেই গত সুখরাশি,
মরম বিদারি' পলকে পলকে
উঠিছে নয়নে ভাসি'

চলিছে চরণ, মন নাহি চলে
উজানি রেখেছে ধরি,
শৈশবের মায়া পরাণে জড়িত
ভুলিবে কেমন করি ?

আগু পাছে চলে বালকবালিকা
সবে তার অনুরাগী,
আরোহিল তরী নয়নের জলে
বিমলা বিদায় মাগি'।

লইয়া তাহারে তরণী চলিল
মৃদু কলকল রবে,
আকুল নয়নে রহিল চাহিয়া
তীরে গ্রামবাসী সবে।

তৃষিতনয়নে বিমলা দেখিল
যত দূর দেখা যায়,
আর কত ক্ষণ লুকাইল গ্রাম
ঘন বনরাজি গায় !
উজানিতে আজ অকাল বিজয়া
সকলি বিষাদমাখা,
এ জগতে হায় মরণ অধিক
দারুণ বিরহলেখা।

হংস খেয়ারি।

তার সে ছোট কুটীর খানি অজয় নদীর পারে,
ছোট ছোট শিশুর গাছ জাগছে চারি ধারে।
বস্‌লে আঙিনায়
খেতটী দেখা যায়,
ছুটে ছুটে ভেড়ার পাল আসে তাহার দ্বারে ॥

(২)

তরুলতার রাঙা ফুলে চালটী আছে ঢেকে,
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটী গায়ে মেখে।
নদীর কাল জল
করলে টলমল,
হাঁস গুলি তার হেলে দুলে ডাঙ্গায় আসে বেঁকে ॥

(৩)

দু পাট ডোঙায় একা কেবল যাত্রী করে পার,
আটটী জনের বেশী কভু নেয় না সে ত ভার।
ঝিঞে কচু পুঁই
ভাবে কোথা থুই,
হাটের লোকে অঁাজুল অঁাজুল দেয় যে পুরস্কার !

৪

মামলা মোকর্দ্দমা, আর ধরার কোলাহল
পায় না সে ত শুনতে, বিনা নদীর কলকল !
শুধু গঙ্গাস্নানে
যায় 'কাটোয়া' পানে,
আদালতের নামে তাহার চরণ টলমল ॥

৫

চণ্ডী মায়ের সোণার 'কোগাঁ' তার বুকেতে থাকে,
ভোরে উঠে "লোচন" দেবের চরণধূলা মাখে।
গাজন, উজানিতে,
হৃদয় উঠে মেতে,
সুখে দুখে মঙ্গলারে হৃদয় ভরে ডাকে ॥

দেয়ালি।

মঙ্গলকোটে বিজয় শেঠের
সমান ছিল না ধনী,
কাজি খোন্দকার মোল্লা সাহেব
সবে তার কাছে ঋণী।
কত জমিদারী, আয়মা মহল,
সুদের দেনায় তার,
ভিখারী করিয়া বড় বড় বাড়ী
হয়ে গেছে ছারখার।
গ্রামের ভিতর আলি নওয়াজ
দয়াশীল জমিদার,
কতই হিন্দু, কত মসলেম,
কৃপায় পালিত তাঁর।
তাঁহার নিমক খায়নি যাহারা
অল্পই ছিল সেথা,
বিজয়ের কাছে তিনিও যে ঋণী
অন্যের কিবা কথা।

গ্রামে কাণাকাণি শীঘ্রই শেঠ
নিলামে লইবে কিনে,
তাঁর জমিদারী, আয়মা যে সব
বন্দক আছে ঋণে।
শুনিয়া একথা বিষম ব্যথিত
গ্রামের গরিব দুঃখী,
কেবল ক'জন আত্মীয় তাঁর
হয়েছিল কিছু সুখী।
আলি নওয়াজ নীরবে সহেন
মরমের ব্যথা মনে,
অস্ফুট তাঁর গভীর বেদনা
জানে শুধু এক জনে।
চাহিয়া পাঠা'লে কত আত্মীয়
শুধে লয় ঋণভার,
আলি নওয়াজ করিবে কি নত
উন্নত শির তার ?
সে যে মোখাদিম্ নহে ত বেতস
দুখ বেগে হবে নত,
দাঁড়ায়ে পুড়িবে বজ্র আগুনে
ভীম তালতরু মত।

আলি নওয়াজ করিলেন স্থির
আল্লা করেন যাহা,
ঋণ শোধ দিয়ে মদিনা যাবেন
কাটায়ে দেশের মায়া।
হল যদি হায় ফলছায়াহীন
বিশাল বিটপী হেন,
পথিকের দয়া লইতে এখানে
দাঁড়ায়ে রহিব কেন ?

* * * * *

পুড়িছে পটকা উড়িছে হাউই
খেলিছে আকাশ বাজি,
ঘরে ঘরে শত জ্বলিতেছে দীপ
হিঁদুর দেয়ালি আজি।
অশ্বে আরোহি' নওয়াজ সাহেব
দেখিতে গেলেন ঘটা,
আঁধার হৃদয়ে আসিয়া পড়িল
খর আলোকের ছটা।
ফিরালেন ঘোড়া দেখিলেন দূরে
বিজয় দাঁড়ায়ে আছে,
চমকি উঠিল হৃদয় তাঁহার
কোন কথা বলে পাছে।

7.2.94. 6948
7826

আভূমি আনত সেলাম করিল
আসি শেঠ তাড়াতাড়ি।
বলিলেন আলি সেলাম শেঠজী
এই আপনার বাড়ী।
বিজয় বলিল হুজুর আজিকে
এসেছেন এই পথে,
ছাড়িয়া দিব না আমার গৃহেতে
পদধূলি হবে দিতে।
বুঝিলেন আলি, ঋণের কথাই
গোপনে বলিতে একা,
চতুর বিজয় গৃহে লয়ে যাবে
করিতে এসেছে দেখা।
যা হ'ক নামিয়া বিজয়ের সাথে
গেলেন ভবনে তার,
'কি জানি কি বলে' এই ভাবি হৃদি
কাঁপিল যে কতবার।
সজ্জিত গৃহে চারু কেদারায়
বসায়ে তাঁহারে হেসে,
বিনয়ের সাথে বিজয় বসিল
জানুপাতি ভূমে এসে।

উজানি।

মুগ্ধ নওয়াজ হেরিয়া বিনয়,
দেখেন আলোকরাজি,
মাগেন বিদায় শেষ হল যবে
পোড়ানো আতসবাজি।
বিজয় বলিল, দেখিলেন যাহা
এ সব তবু ত ফাঁকি,
মোর হাতে গড়া রঙবাতি আলো,
দেখাতে রয়েছে বাকি।
এত বলি ধীরে বাক্স হইতে
গুটানো কাগজ খানি,
প্রদীপে ধরিয়া পোড়াতে পোড়াতে
সুমুখে ধরিল আনি।
কি কর কি কর! বাতি নয় ও যে
আমারি সে তমসুক!
জানি আমি তাহা, বলিল বিজয়
পুলক মাখানো মুখ।
আপনার স্নেহে জনক পালিত
শুনিয়াছি বহু দিন,
শুভ আগমনে করিলাম তাই
এই রোশনাই ক্ষীণ।

আজিকে আমার সুখের দেয়ালি
বিজয় বলিল হাসি,
আলি নওয়াজের বিশাল নয়ন
শুধু জলে গেল ভাসি !

—

আমগাছ।

দুখিনীর ছিল শুধু একটী আমের গাছ
নিজ দুয়ারের কাছে তার,
বছর বছর তাতে গাছ ভরা আম হ'ত
ছেলেরা কুড়া'ত অনিবার।
এক দিন কুপ্রভাতে ছেলেরা দেখিল তার
দু'জন কুঠার লয়ে করে,
চারিদিক ঘুরি ঘুরি দেখিছে গাছের মূল,
বালকেরা শিহরিল ডরে।
ছুটিয়া মায়ের কাছে কাঁদিয়া বলিল গিয়া,
দেখ মাগো কাহারা আসিয়া,
দুখান কুঠার লয়ে দেখিছে গাছের গোড়া
লয়ে যাবে বুঝি গো কাটিয়া।
আমাদের চারা গাছ মুকুলেতে ভরে আছে
এ বছর কত আম হবে।
আমরা খাব না আম তারা সব নিয়ে যেয়ে
গাছটী কাটিবে কেন তবে?

মলিন বদনে মাতা বলিল তা শুনিবে না
তোমরা বাড়ীতে এসো ধন,
ধারের দায়েতে কত রাজার রাজত্ব যায়
মহাজন শুনে না বারণ।
গরিবের ছেলে মেয়ে বাহিরে গেল না আর
খেলা ঘরে বসিল উঠানে,
কুঠারের ঘা যেমন গাছের উপরে পরে
চাহে এ উহার মুখ পানে।
খেলাতে বসে কি মন কাণেতে পশিছে সাড়া
বাজিছে কোমল বুকে কত,
নিষেধ করেছে মাতা বাহিরে যাবেনা আর
বসে আছে পুতুলের মত।
আর কতখণ হায় গাছ নোয়াইল শির
শিশুদল চাহিয়া রহিল,
ভূতলে পড়িল তরু তারি সাথে আঁখি কটী
জল ভারে নমিয়া পড়িল।
গাছের তলাতে শুধু ভাঙ্গা খেলাঘর আছে
একটীও প্রাণী নাই সেথা,
পড়ে আছে ভ্রষ্ট নীড়, গেছে উড়ি পাখী গুলি
পথিকের হৃদে দিয়ে ব্যথা।

উজানি।

এ কি আশা, একি ভ্রম,   মায়ার ছলনা একি !
আজো দুটী ছোট ছোট ছেলে,
প্রভাতে উঠিয়া ওগো   ঘটি ভরে জল দেয়
কাটা সেই প্রিয় তরুমূলে।

—

অখিল মাঝি।

অজয়ের বুকে সারাদিন,
সারাদিন তরী বাহে,
সন্ধ্যা বেলায় আঙিনায়
জাল বুনে আর গাহে—
সুখে আছি আমি হরি হে
অভাবেরে আমি ডরিনে,
আমার হিংসা করে না ক কেউ
আমিও হিংসা করিনে।

(২)

চাঁদ দেখে তারে প্রথমে,
সম্ভাষে আগে রবি,
কোকিলের ডাকে জাগে সে
প্রগাঢ় শান্তি লভি,
ধরে পাড়ি আর গাহে গান
হরি কারো ধার ধারিনে
কাহারো মন্দে থাকিনে ক আমি
কাহারো হিংসা করিনে।

(৩)

যবে মন্দিরে বাজে শঙ্খ
সন্ধ্যা ঘনায়ে এলে,
দাঁড় থামায়ে সে ক্ষণকাল
রহে দুটী বাহু তুলে।
শরীরেতে তার নাহি রোগ
দেহে লাগে বটে কাদা,
বনটগরের মত তার
হৃদি খানি রহে সাদা।

(৪)

একদা গ্রামের জমিদার
ক'ন তরী হতে নামি
জগতের মাঝে শুধু তোর
হিংসা করিরে আমি,
জমিদারী দিয়ে ডিঙ্গি খান
নিতে সদা আছি রাজি,
বিনিময়ে তোর মত প্রাণ
পাই যদি ওরে মাঝি!

—

কালিয়া।

এসেছিল হায় বালক কালিয়া
দূর নাগপুর ছাড়ি',
চাকুরী করিতে অন্নের দায়
মোর মামাদের বাড়ী।
সে ছিল তাঁদের ভবন মাঝারে
ঘরের ছেলের মত,
সারি' গৃহকাজ আমাদের সাথে
হাসিত খেলিত কত।
ভুলে গিয়েছিল নিজ মাতাপিতা,
অথবা ছিল না কেহ,
দিনেকের তরে যায়নি সে দূরে
ত্যজিয়া তাঁদের গৃহ।
দেশে ফিরে যা'ব এ কথা সে কভু
বলেনি কাহারো কাছে,
ভাবিত সকলে মহুয়ার ফুল
ফুটিল কি গাব গাছে ?

কাছে ঘেঁসে তার নদী বহে যায়
করেনা ক কুলুকুল
ঝরে পড়ে ধীরে সমাধি উপর
হলুদ সোঁদালি ফুল।
নাহি কোলাহল বিহগ নীরব
জনহীন চারি ধার,
প্রকৃতি জননী শঙ্কিত সদা
পাছে ঘুম ভাঙ্গে তার।
তবু ও দারুণ জ্যৈষ্ঠ নিশায়
পবন উঠিলে মেতে,
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কে যেন বলে গো
দিলেনা আমারে যেতে।

—

আদুরী।

ওরে ওই দেখ পড়িয়াছে বান অজয়ে,
ঘাট মাঠ বাট সব দিল আজ ডুবায়ে,
থাকি থাকি দেখ চমকি উঠিছে বিজুরী,
হাঁসগুলি তোর ডেকে নিয়ে আয় আদুরী।
মার কথা শুনে' ছুটিল কৃষকবালিকা,
সে যে সোহাগিনী দয়াবতী পশুপালিকা।
পদ্মদীঘির পদ্মের হেরি মাধুরী
তি তি করে তার হাঁসগুলি ডাকে আদুরী।
বালিকা চকিতে দেখিল নিকটে আসিয়া,
বন্যার জলে হাঁসগুলি যায় ভাসিয়া,
হংস ধরিতে ঝাঁপায়ে পড়িল দুলালী,—
পদ্মদীঘির যেন সে স্বর্ণমরালী।
আর হাঁস লয়ে কই সে এলোনা ফিরিয়া,
বাপ মা তাহার কেঁদে খোঁজে গ্রাম ঘুরিয়া।
দেখে সবে হায় পরদিন সেথা আসি যে,
পদ্মের মাঝে সে মুখকমল ভাসিছে!

রাম ম'শায়।

পড়া ছিল তাঁর 'কামিনীকুমার' 'শিশুবোধক' মাত্র,
রাম ম'শায় পাঠশালে তবু পড়াতেন বহু ছাত্র।
ঘুরিত ব্যাঘ্র-লাঙ্গুল সম বেত্রসনাথহস্ত,
প্রধান পড়োও ভয়েতে তাঁহার সদাই রহিত ত্রস্ত।
'গোপাল নাড়ু' ও 'ইঁটে খাড়া' তিনি করিতে ছিলেন দক্ষ,
'পড়ান'র চেয়ে শাস্তির প্রতি ছিল তাঁর বেশী লক্ষ্য।
নূতন নূতন কেতাবের নাম করিলে তাঁহার কাছে
বলিতেন, সব চানক্যের ওই শ্লোকের মধ্যে আছে।
ছাত্রেরা তাঁর দুবেলা দুভাব তামাক আনিত সত্য,
সাজিতে গিয়া যে নিজেরাও তাহে ভাগ বসাইত নিত্য।
'কড়িকষা' 'মনকষা' 'কাঠাকালি' ভাল ছিল তাঁর জানা,
'ইঁটকালি' তিনি কসিতেন কভু এমনও যায় শুনা।
আপনার কেহ ছিল না ধরায়, আপনার ছিল ধরা,
না থাকুক কেহ, হৃদি খানি ছিল শান্তি মধুতে ভরা।
লেখাপড়া নাহি থাক বা না থাক, প্রাণটী ছিল না মন্দ,
তাই বহুদিন বৃত্তি তাঁহার করে নাই কেহ বন্ধ।
রামায়ণ মহাভারতে ছিলেন সবিশেষ পারদর্শী,
পাঠের অধিক ক্রন্দনে তিনি ভুলাতেন পাড়াপরশী।

মারীচের বাপ শ্বশুরের নাম লয়ে করিতেন তর্ক,
পণ্ডিত জন মেনে যেত হার, কি বুঝিবে বল মূর্খ।
মণ্ডলগণ বলিত সকলে, একি বিধাতার কাণ্ড,
এত বিদ্যেটা ধরেছে কেমনে মাথার ক্ষুদ্র ভাণ্ড।
জীবনের আজ সায়াহ্নে বসি রাম ম'শায় রাত্রে,
পোড়ান তামাকু, গল্প শুনান, পুরাতন সব ছাত্রে।
ছাত্রেরা কেহ জমি চষে নিতি, মজুরী খাটে বা কেহ,
'পাতাতাড়ি' সাথে ছুড়ে ফেলিয়াছে সরস্বতীর স্নেহ।
গ্রামখানি খুঁজে পাবে না তবুও, হেন কৃতঘ্ন ব্যক্তি,
রাম ম'শায়ের প্রতি নাহি যার তেমনি অচলা ভক্তি।

উজানি।

প্রণমিছে দুই পাশে
গ্রামবাসী হেরি তায়
বুঝিতে না পারি শিশু
ভিখনের পানে চায়।

কপালেতে দেয় হাত
ভিখন সকলে হেরি,
শত দুখ আলাপন
হয়ে যায় মাঝে তারি।

জানিনা বুঝিল কিনা
শিশু এ সবার মানে,
কই একটীও কথা
পশেনি ত তার কাণে।

গ্রাম পার হয়ে শুধু
বালক বলিল, "ভাই
চোখেতে পড়িল কুটা
দেখ জল আসে তাই।"

বুড়া বলে 'ওরে শিশু
কে তোরে শিখালে ছল
আয় দাদা, আয় কোলে,
কাঁদিলি কেন রে বল' ?

'কই কাঁদি নাই আমি'
শিশু বলে বারবার
বুড়া নিজ আঁখিজল
থামাইতে নারে আর।

—

মুক্তপাখী।

রাজগোপালের নাম
করিত না সারা গ্রাম,
এমন কৃপণ দেখে নাই কেহ
পিশাচ বলিত সবে,
আজ সে গিয়াছে মরি,
বিষয় উইল করি,
গ্রামে স্কুল ডাক্তারখানা
তাহারি টাকাতে হবে।
পিঁজারা বদ্ধ শুক
ভেবেছিল সবে মুক,
কতই যাতনা দিয়েছিল তারে
ঘৃণা বিদ্রূপ ভরে,
আজ উড়ে গেল যবে
কাঁদাইয়া গেল সবে
শেষ সঙ্গীত হৃদে অঙ্কিত
রহিল গো চিরতরে।

একটী আলো।

গ্রামের উত্তরে একটী ঘাটকে "কটার মায়ের" ঘাট বলে। বোধ হয়, অভাগিনীর পুত্রের নাম 'কটা' ছিল। সে ঘাটের নিকটই অজয়ের ভাঙন আসিয়া পড়িয়াছে।

কত যে বরষা, কত যে ঝঞ্ঝা
কত বান বহে গেল,
'কুন্নুরের কূলে তবু রাতে জ্বলে
এখনো একটী আলো।
কেহ বলে উহা নয়নের ভুল,
কেহ বা আলেয়া বলে,
জানে শুধু ভাল কারণ ইহার
নিশার নাবিক দলে।
শুনি, বলে তারা ওই খানে ছিল
এক দুখিনীর বাড়ী,
ভগ্ন ভিটার ও অশ্বথ তরু,
নিজ হাতে রোপা তারি।
সে ছিল এখানে বহু অনাটন
বহু দুখ সুখ সয়ে
আঁধার কুটীরে আশার প্রদীপ
একটী তনয়ে লয়ে।

উজানি।

ছেলের হাতের মাছ ধরা 'তাগী'
রাখিল যতন করে।
তনয় যে তার দু'দিনের পর
ফিরিয়া আসিবে ঘরে।
সন্ধ্যায় শুধু বিবসা দুখিনী
গৃহ তুলসীর তলে
পড়িয়া রহিত, ভিজাইত মূল
দুটী নয়নের জলে।
নিত্য নিশীথে দীপ খানি জ্বালি,
আপনি আপনা ভুলে,
দাঁড়াত যখন দূরের তরণী
আসিয়া লাগিত কূলে।
কত দিন হ'ল অভাগিনী হায়
গেছে চলি ধরা ছাড়ি,
বিশটি বরষা তপ্ত ভবনে
ঢেলেছে শান্তিবারি।
মত্ত ঝটিকা বরষ বরষ
গেছে সেই দিকে চলি,
নিশিতে কিন্তু দীপটী আজিও
তেমনি উঠে গো জ্বলি।

কোথা ছেলে তার, আসিল না ফিরে
আছে কোন দূর দেশে।
'কুন্নুরের বানে ভবনের শেষ
চিহ্নও গেছে ভেসে।
তবুও জ্বলিছে জ্বলিবে এখনো
কত নিশি নাহি জানি,
ভাবনা-জড়িত জননী হিয়ার
স্নেহের প্রদীপ খানি।

ছিরু।

নামটী তাহার শ্রীশ, গ্রামের লোকে আদর করিয়া ছিরু বলিয়া ডাকিত, বড়ই আদুরে ও আমুদে ছিল। দুই বৎসর আত্মীয়ার নিকট পড়িতে গিয়া উপেক্ষা ও অনাদরে তাহার মন খারাপ হয়, সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পীড়াও হয়। শরীর সারিয়াছে, মন আর সারিল না!

বড় ডাংপিটা ছেলে,
সদাই বেড়াত খেলে,
চাহিত না কিছু অজয়ের বুকে
সাঁতারিতে শুধু পেলে।
গাছে খেলি' লুকাচুরি,
মাঠেতে উড়াত ঘুড়ি,
নাচিতে, গাহিতে, দেশেতে তাহার
জুড়ি আর নাহি মেলে।

অধরের সুধা সার—
হাসি ফুরাতনা তার,
পুলক আলোক ভরা বুক তার
সুখের ছিলনা বাকি;

দুদিন দূরেতে গিয়ে
এলো কি যে ব্যথা পেয়ে,
লয়ে হাসি খেলা, কে দিল তাহারে
দুটী জল ভরা আঁখি।
ফিরে সে এসেছে বাটী,
বছর গিয়েছে কাটি,
আর ত তেমন খেলেনাক কই
বসে থাকে আনমনা।
শরীর সেরেছে তার,
কোন ব্যাধি নাহি আর,
তবু সে দারুণ সায়কের ব্যথা
ভুলিতে যে পারিল না।
দেখিতে পায় না আসি
কেহ তার মুখে হাসি,
সে বিমল মন উদাস হয়েছে
জলে ভরে থাকে আঁখি,
বনের পাপিয়াটীরে
এমন করিল কে রে
ভুলাইয়ে গান, ভাঙ্গি পাখা দুটী
বনে গেল আজ রাখি।

রাধানাথ।

আজিকে অচল, চঞ্চল পদ
আজিকে অসার পাণি,
উপাধান যদি দূরে সরে যায়
লইতে পারে না টানি'।
ঝরে পড়ে গেছে তার সাথিদল
সেই শুধু হেথা রয়েছে কেবল,
শেষ হেমন্ত সেফালিগুচ্ছে
মলিন কুসুমখানি।

উৎসব কবে ফুরায়েছে তার
ভবন আঁধার করি,
পূজা শেষে পূজা দালানের মত
হৃদিখানা আছে পড়ি'
কোথা কালী, কোথা ভস্মের দাগ,
শুষ্ক কুসুম, সিঁদুরের রাগ,
প্রতিমা-বিহীন শূন্য আসন
স্মৃতিখানি আছে ধরি।

(৩)

ফুলে ভরা চারু ময়ূরপঙ্খী
বুকে লয়ে দীপ রাশি
মাতায়ে দু কুল দেয়ালির রাতে
সে যে গিয়াছিল ভাসি,।
আজ সব দীপ নিভে গেছে তার,
আছে শুধু ধূম পোড়া সলিতার,
আঁধার তরণী লেগেছে আজিকে
আঁধার ঘাটেতে আসি।

(৪)

আছে বুড়া আহা ভাঙা দেউলের
পাষাণ মূরতি মত,
শঙ্খের ধ্বনি, আরতির আলো,
দেখিতে পায় না সে ত।
গহন বিপিন ভবন আঁধার
নাহি ফুলদল, পূজা উপচার
সেবা, শুশ্রূষা, যেন পূজারির
অর্ঘ্য প্রদান ক্রত।

নোটন।

নাহি কাজ তার, নাহি অবসর, বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি',
সারা গ্রাম খানি খুঁজে দেখ তার মিলিবেনা আর জুড়ী।
কতক গোয়ালে, কতক মাঠেতে, ফেরে গরু তার যত,
বেড়াহীন গাছ ছাগলেতে খায়, দেখিতে পায়না সে ত।
জন মজুরেতে লাঙল চালায়, আধা দিন দেয় ফাঁকি,
মাঠে যেতে বল নোটনকে আর দেশেতে পাবেনা ডাকি।
'নূতনহাটে' সে সাতবার যায় নিত্য পরের লাগি,
পরের বিপদে ঘুম নাহি চোখে কাটায় যামিনী জাগি।
কোথায় ছেলেরা করিতেছে খেলা, করিছে চড়ুই ভাতি,
প্রভাত হইতে নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবেনা ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা নোটন তুলিবে তবু।
নূতন কেহই আসিলে এ গ্রামে চাকর চাহিনে তার,
সব কাজ তার নোটন করিবে কাছে রবে আনিবার।
সে তোমার চিরবাধ্য চাকর, করে না কিছুরি আশা,
বকো না হাজার কিছুতেই তার কমিবে না ভালবাসা।
জুয়াচোরে যদি কেঁদে ধার চায়, ধার করে দেবে এনে,
ছাগল বেচিয়া শুধিয়াছে ধার, শেখে না ঠকিয়া জেনে।

সকলের কাজ করিবে সে হেসে, আপনার কাজ ছাড়া,
আপনি ভুগিবে পরের লাগিয়া এমনি আপনাহারা।
ভায়েরা বকিছে দিনরাত, তবু লজ্জা ত নাহি তার ;
আপনার চেয়ে, গ্রামবাসী তার আরো যেন আপনার।
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে দেয়না পয়সা হাতে,
লক্ষ্মীছাড়ার কোন খেদ নাই, কোন দুখ নাই তাতে।
নাহিক অভাব, তেমনি স্বভাব, না থাকুক কড়ি কাছে,
গিয়াছে কমলা, হৃদয়কমল, তেমনি ফুটিয়া আছে ;

কাপালিক।

ষোড়শ বর্ষের যুবা বৈভব, সংসার তুচ্ছ করি
ভৈরব ত্রিশূল করে, মাখি ভস্ম, ব্যাঘ্রাজিন পরি',
বাহিরায় গৃহ হতে, সাধু এক বলেছিল তায়,
লভিবে সে মহাসিদ্ধি অম্বিকার উগ্র তপস্যায়।
ধরি কাপালিক ব্রত, অভ্যাসিয়া কঠোর সংযম,
দৃঢ় তার হৃদিখান করেছে সে আজি দৃঢ়তম।
সাঙ্গ করি এতদিনে ভারতের তীর্থ পর্য্যটন,
পুণ্যতীর্থ উজানিতে উপনীত আসি সে এখন।
মহাপীঠ 'উজানির' 'খড়গমোক্ষণের' পূত মাঠে,
বিজন 'ভ্রমরাদহ', খুল্লনার চিহ্নিত সে ঘাটে—
শ্যামল বিল্বের তলে, কাপালিক রচিল আসন,
সুবৃহৎ হোমকুণ্ড, পঞ্চমুণ্ডী দেখিতে ভীষণ।
সূচীভেদ্য অন্ধকার, ঝটিকা মুখর অমানিশি,
নিবিড় জলদ জাল, সব তারা মেঘে গেছে মিশি।
সহসা উঠিল জ্বলি সন্ন্যাসীর হোমকুণ্ড মাঝ,
নয়ন ঝলসি ভীম উজ্জ্বল বহ্নির শিখা আজ।
পার্শ্বে কৃষ্ণ শব দেহ, হস্তপদ রজ্জুতে বন্ধন,
নরকপালের মাঝে অপূর্ব্ব নৈবেদ্য আয়োজন।

সিন্দুরাক্ত হাড়মালা ধরি কাপালিক নিজ গলে,
পরিয়া কৌশিক বস্ত্র ; রক্তসূতা বাঁধিয়া কপালে,
আঁকি অঙ্গারের ফোঁটা, রুদ্রজটা তুলি শিরোপর
চণ্ডালশবের পরে বীরাসন রচিল সত্বর।
আরম্ভিল তপ যোগী, আসে বিভীষিকা, প্রলোভন,
হ'লে সাধনার সিদ্ধি ; লভিবে সে শ্যামার দর্শন।
মগ্ন তাপসের পাশে প্রথম আসিল হাসিহাসি,
উদ্ভিন্নযৌবনা নারী আলু থালু কৃষ্ণকেশরাশি,
স্ফীতবক্ষ উঠে কাঁপি, চঞ্চল অঞ্চল উড়ে' পরে
বিভ্রম বিলাস কত করিল সে তপ ভাঙিবারে।
সংযমী রহিল থির ধ্যানমগ্ন নয়ন স্তিমিত,
লজ্জায় মোহিনী মায়া পলকে হইল অন্তর্হিত।
তারপর মধুবাদ্য, কলকণ্ঠ অপ্সরীর গান,
মদন উৎসবে শত ষোড়শীর সলাজ আহ্বান,
সৌন্দর্য্যের সমারোহ, রত্ন মাণিক্যের ছড়াছড়ি,
আসবে অলস নেত্র এল মত্ত নাগর নাগরী
অচল সংযমীচিত্ত, দুই চক্ষু বহি' পড়ে নীর,
'মা' 'মা' রব উচ্চারয়ে থাকি থাকি কণ্ঠ সুগম্ভীর।
তারপর উলঙ্গিনী নিশাচরী রাক্ষসীর দল
দীর্ঘদন্তে নরমুণ্ড ভ্রুকুটিয়া চিবায় কেবল,

দুই ওষ্ঠ বহি পড়ে দরদর শোণিতের ধার,
অর্দ্ধকবলিত শিশু প্রাণপণে করিছে চীৎকার,
ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের সারি, শৃগাল গৃধিনী শতশত
বদন ব্যাদন করি আসিতে লাগিল অবিরত।
তবু নড়িল না সাধু, অটল রহিল বীরাসন,
আয়ত বিশাল বক্ষ হল যেন পাষাণ মতন।
তারপর শ্রান্তপদে একাকিনী সুমন্দ গমনে
আসিল কি এক মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর মানস নয়নে,
ক্ষীরধারা বহে স্তনে, দুটী চক্ষু জলে গেছে ভরি,
ডাকিল সে সন্ন্যাসীর শৈশবের ডাকনাম ধরি।
চমকি উঠিল যোগী সে মধুর সে করুণ স্বরে,
যুগ যুগান্তের কথা আজ যেন জাগিল অন্তরে।
সহসা পড়িল মনে সেইগ্রাম, সেই গৃহখানি,
শত পরিচিত মুখ, শত কথা কে আনিল টানি।
বিস্ময়ে মেলিল আঁখি সব শূন্য অট্ট অট্ট হাসি,
ভাঙ্গি তাপসের ধ্যান পলাইল নিরাশা রাক্ষসী।
বুঝিল সন্ন্যাসী হায় মোহময়ী মায়ার ছলন,
ভূতলে লুকায়ে মুখ, লুটাইয়ে করিল রোদন।
নিভাইল হোমকুণ্ড, কাটি দিল শবের বন্ধন,
ভাঙি দিল পঞ্চমুণ্ডী, নৈবেদ্য করিল বিসর্জ্জন।

ফেলিল ভ্রমরা জলে কণ্ঠের সে হাড়মালা টুটে,
বসিল তটিনীকুলে সাশ্রুনেত্রে যুক্ত করপুটে।
"দয়াময়ী মা আমার ক্ষম এ দীনের অপরাধ
মিটিয়াছে চিরতরে ভক্তের এ জীবনের সাধ।
শৈশবে সংসার ত্যজি, করিবারে তোমার সাধন
কাটানু জীবন সারা, বিফল হল মা এ পূজন!
যৌবনের প্রলোভন, রূপ বিত্ত, নিখিল সংসার,
পারে নাই ভাঙ্গিবারে ক্ষণতরে যে ধ্যান আমার,
শ্মশানে জননীকণ্ঠে ডাকি মায়া করিল চঞ্চল
কঠিন শাক্তের চিত্ত, করিল মা সকল বিফল।
আমি অসংযমী মাতা দেখিলাম শক্তি নাহি মোর
কাটিবারে সংসারের অতিমাত্র ক্ষীণ স্নেহডোর।
চল্লিশ বৎসর ধরি, স্নান করি শত নদীস্রোতে
ধু'তে নারিলাম মাতা সেই স্মৃতি হৃদিপট হ'তে।
এত বলি কাপালিক 'ভ্রমরার' যবে কৃষ্ণজলে,
ঢালিতে তাপিত দেহ দুই হস্ত প্রসারিল বলে।
আরাধ্যা মঙ্গলামাতা হাসি হাসি দুটী কর ধরি,
অবশ সাধক দেহ রাখিলেন নিজ ক্রোড়ে করি
বলিলেন উঠ বৎস মহাব্রত পূর্ণ তব আজ
আশীষ নির্ম্মাল্য লহ আজি তব সিদ্ধ সব কাজ।

উজানি।

ব্যর্থ নহে তোর পূজা, দেবগ্রাহ্য সার্থক সুন্দর
প্রীতা আমি, উঠ বৎস, লভ নিজ আকাঙ্ক্ষিত বর।
স্নেহ প্রেম প্রীতি হীন কর্কশ কঠিন কারাগার,
হয়না হয়না কভু দেবতার বিলাস আগার।
আপনার জননীরে জেনো বৎস পারে যে ভুলিতে
বিশ্বজননীর স্নেহ সে কখন পারে না লভিতে।

কৃষ্ণকান্ত।

চাঁদ সরকার অতি দীন
পৈত্রিক পূজা মানি,
ফেলিতে পারেনি আহা গো
এনেছে প্রতিমাখানি।

অতি দীন তার আয়োজন,
আয় নাহি তার কিছু যে
সারা দেশ খুঁজি' আজি আর
ব্রাহ্মণ নাহি মিলিছে।

গাঙ্গুলী বাড়ীও পূজা আজ
চাঁদ দাঁড়াইয়া বাহিরে,
দেখে ব্রাহ্মণ বহুতর
বসিবার ঠাঁই নাহিরে!

কৃষ্ণকান্ত গাঙ্গুলী
ম্লান মুখ তার হেরিয়া
বলিলেন, "খুড়া এলে কি
পূজা আদি সব সারিয়া?"

উজানি।

চাঁদ বলিলেক কাতরে,
"আপনার গৃহ ছাড়ি
কোন ব্রাহ্মণ আজিকে
যাবে শূদ্রের বাড়ী ?

"কাঁদিছেন বসে, জননী
উপবাসী ছেলে পুলে,
গ্রাম গ্রাম খুঁজে দেখিলাম
ব্রাহ্মণ নাহি মেলে !"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন
"চল খুড়া তাড়াতাড়ি,
না যাউক কেহ আমি যাই
আমি খাব তব বাড়ী।"

চাঁদ কেঁদে বলে "বাবু গো
না থাকিলে দয়া হেন,
তোমারে এমন ভগবান
বড় করিবেন কেন !"

রসিকবাগ্দী।

(রসিক বড় উপকারী লোক ছিল, তার বাড়ীটীতে এখন কেহ নাই, ছেলেরা অন্য বাড়ীতে থাকে, তার আড়াটী এখন অন্য লোকে লইয়াছে।)

দীর্ঘ তাহার সবল শরীর
আয়ত বক্ষ তার,
দেখিলেই ঠিক মনে হ'ত যেন
ডাকাতের সর্দ্দার।
কুনুরের তীরে ছোট আড়াটীতে
একটি তনয় সাথে,
মৎস্য ধরিতে সে থাকিত বসি
প্রভাতে দুপুরে রাতে।
বাহু দুটি তার কত দিনে রেতে
পর উপকার তরে
ঠেলেছে হেলায় বন্যার বারি
ভীষণ তুফানে ঝড়ে

উজানি।

জ্ঞানের প্রদীপ হৃদয়ে তাহার,
যদিও জ্বলেনি কভু
পরমেশ পদে বিশ্বাস তার
ছিল দৃঢ়তর তবু।
সারা গ্রামখানি প্রতি তরু লতা
পথ ঘাট নদী দুটী,
বেঁধেছিল তার হৃদে যে বাঁধন
সে ফেলেনি কভু টুটি'।
চারিটী শিশুরে রাখি ভাঙা ঘরে
চাল ডাল লয়ে করে,
দিন শেষে আহা শ্রান্ত চরণে
ফিরে সে আসিত ঘরে।
এক কুলগনে কি লাগি রসিক
গেল অজয়ের পার,
ফিরিবার আগে ভীষণ মড়ক
শরীরে পশিল তার।
নীড়ে উপবাসী চারিটী শাবক
আহার রয়েছে মুখে,
বজ্র শায়ক বিঁধিল নিষাদ
ক্লান্ত বিহগ বুকে।

জ্বালাময় দেহে ফিরে আসি ঘরে
শিশু কটী কোলে রাখি।
চিরদিন তরে বিশ্রামহীন
মুদিল সজল আঁখি।
বুকে মুখে তার পড়ে শিশু গুলি
দেখিয়া কাঁদিল সবে,
ভগ্ন শাখার মলিন কুসুম
বড় যে দারুণ ভবে।
কত দিন হ'ল গিয়াছে রসিক,
তবু কুন্নুরের তীরে,
এখনো তোমরা দেখিতে পাইবে
ভাঙা তার আড়াটীরে।
এখনো তেমনি বরষ বরষ
ঢল নামে নদী বুকে,
মাছরাঙা, বক, টিটিভের দল
নদী গায়ে পড়ে ঝুঁকে।
ভাসানের জল এখনো তেমনি
আসে সে আড়ার কাছে,
দেখে শুধু হায় নাহি একজন,
আর সবই পড়ে আছে।

ভাঙা মসজিদ।

দশ বছরের আগে মঙ্গলকোটের পথে
যে পথিক গিয়াছিল চলে’
সে যদি ফিরিয়া আসে চিনিতে নারিবে গ্রাম
লোকে যদি নাহি দেয় বলে।
গাজি সাহেবের সেই সুন্দর ভবন খানি
কে না চেনে, এ পথে যে যায়,
আজ তার আধ খানা তীরেতে দাঁড়ায়ে আছে
আধ খানা কুনুরের গায়।
বিশাল ভবন দ্বারে আর সে প্রহরী নাই
নাহি সেই জন কোলাহল,
ভবনের মাঝ দিয়ে নদী হয়ে বহে গেছে
শত নয়নের আঁখিজল।
মসজিদের শিরে শিরে উঠেছে অশথগাছ,
কাক রচিয়াছে বাসা তায়,
‘ইদের’ দিনেও আজ জনহীন পড়ে থাকে
ভয়ে সেথা কেহ নাহি যায়।

বিশাল গুলঞ্চ দুটী প্রাঙ্গণ বেড়িয়া আছে
বিষাদের কালিমা ছড়ায়ে,
সাঁজে কোন দীন ভক্ত তৈলহীন দীপ খানি
রেখে যায় ধুলাটী সরায়ে।
গাজি সাহেবের সবে ছেলে দুটী লয়ে তাঁর
জীবনের পারে চলে গেছে,
কেবল অদূর গ্রামে পাগলিনী কন্যা তাঁর
শ্বশুর ভবনে বেঁচে আছে।
শুনিয়াছি পাগলিনী কহে না কারেও কথা
সারা নিশি জানালাটী দিয়ে,
আয় আয় বলে ডাকে হাঁসে কাঁদে নিজ মনে,
সেই ভাঙা বাড়ী পানে চেয়ে।
মসজিদ প্রাঙ্গনে কেহ পশেনাক কোন দিন
তবু দেখিয়াছি নিজ চোখে,
ঝরা ফুল পাতা গুলি কে যেন সরায়ে দেছে
আঙিনা তেমনি তক্‌তকে
সেই বুড়া হাফেজের চেনা গলা কত রাত
সভয়ে শুনেছে গ্রামবাসী,
অজু করিবার ঠাঁয়ে সদ্য সলিলের ধারা
প্রভাতে দেখেছে সবে আসি।

দুটী খরগোস্।

বনের কোনে সুখে শশক ছিল দুটী
দেখেছি কত দিন সাঁজে,
তৃণের মূল গুলি নীরবে খে'ত তুলি
বসিয়া তৃণদল মাঝে।
পায়ের সাড়া পেলে শ্রবণ দুটী তুলে
সভয়ে যেত দূরে সরি,
তাদের আপনার ছিল এ মাঠ খান,
ছিল অনেক দিন ধরি।
শ্রাবণ মাসে আহা 'কুনুরে' এলো বান
দুকুল বানে গেল ভাসি,
ভাসায়ে শশকের বিবর গৃহদ্বার
বহিল রাঙা জল রাশি।
প্রিয় বসতি ত্যজি শশক, দুটী আজি
ভয়ে সুদূরে গেল সরি ;
শুকায়ে গেল বান তবু সে মাঠ খান
শূন্য রহিল যে পড়ি'।

আসিতে যেতে আমি নিয়ত চেয়ে দেখি
তাদিকে দেখি নাক আর,
সাঁজেতে মাঠ একা পড়িয়া থাকে ফাঁকা
আঁধার শুধু চারিধার।
বহু দিবস পরে হেরিনু আজি কে রে
চেনা শশক দুটী মোর,
বিবর কাছে আজ ঘুমায় দোঁহে পড়ি'
বিষম চিরঘুম ঘোর।
নিকটে গিয়া ধীরে দিলাম গায়ে হাত
সাড়া শবদ কিছু নাই,
শান্ত বন ভূমে দোঁহার মুখ চুমে
দুজনে পড়ে আছে ভাই।
তারা কি পারে না ভুলিতে প্রিয় ভূমি
তাদের প্রিয় তরুলতা,
মনে কি পড়েছিল সাঁজে শ্যামল মাঠ
সে সুখ দিবসের কথা।
সেথা কি ভেসেছিল ইহার ছায়া ছবি
চারিটী ছোট আঁখি কোণে,
এই যে শ্যামলতা মায়ার বাঁধন কি
বাঁধিয়া ছিল দুটী মনে।

উজানি।

তাই এ শেষ খণে ঘুমাতে এসেছিল
পুরাণো বন গৃহে শুধু
এ দেহ দূরে রাখি পারেনি হতে সুখী
মরণে কি মিলন মধু।

উদয় মহান্ত।

ভবন জুড়ি' স্বজন, ছিল, অতুল জমি জমা,
হৃদয় জুড়ি' প্রেয়সী ছিল প্রেয়সী প্রিয়তমা।
ত্যজিয়া হাসি বিত্তরাশি মমতা মায়া ভুলি'
শ্রীপাটে আসি কৌপীন পরি' কাঁধেতে নিলা ঝুলি।
গ্রামের পারে কানন ধারে কুন্দুর নদী ঘাটে
ভিখারী সাধু রহেন, একা লোচনদেবপাটে।
মাগিয়া আনি বিলান তিনি অল্প থাকে বাকি,
বসন দিলে দীনেরে দেন ছিন্ন খানি রাখি।
আতুরে সেবা করিয়া নিতি কাঁদেন পরদুখে
হরিনামেরো মাধুরী যেন বাড়ে তাঁহার মুখে।
অভয় বাণী শুনান তিনি যদি রোগীর কাছে
মুমূর্ষুও সে কথা শুনি কয়েকদিন বাঁচে।
গ্রামের সবে দেবতা সম ভকতি করে তাঁরে
সবার তিনি ব্যথার ব্যথী অতিথি সব দ্বারে।
নিশীথে শুধু ভাবেন সাধু ওরে দারুণ স্নেহ,
ভাঙ্গিয়া গৃহ আবার হেতা পাতালি নব গৃহ!
স্বপনে কভু কাঁদিয়া উঠি বলেন মহাপ্রভু,
কাটিনু মায়া আবার তাহে ফেলিলে তুমি তবু।

উজ্জানি।

নিয়ত সাধু কাঁদেন রাতে নিয়ত ব্যথা পান
ভাবেন ভববাঁধন হতে নাহি যে কোন ত্রাণ।
স্বপন শেষে দেখেন তিনি দেবতা এক আসি
মুছায়ে তাঁরি নয়ন বারি বলেন মৃদুহাসি।
শোন গো সাধু, শোন গো ত্যাগী, শোন গো অনুরক্ত,
জীবে যাহার যত গো দয়া সে মোর তত ভক্ত।
ভেব না তুমি হে মহাজ্ঞানী হৃদয়ে এঁকে নিয়ো,
জীবেরে দয়া নামেতে রুচি আমার চিরপ্রিয়।

———

নীহার।

দাঁড়াও আসিয়া দ্বারে,
মুছাও মুছাও নয়নের জল
সধবা যেতেছে পারে।
আলতা রাঙানো পদ
যেন দুটি কোকনদ,
রাঙ্গা পেড়ে সাড়ী তনু আছে ঘেরি
বুক ঢাকা ফুলহারে।

( )

জোরে বল হরি হরি,
চলে সধবার বিদায়মঞ্চ
ভুবন উজল করি।
শুভ সিন্দূর রেখা,
ললাটে যেতেছে দেখা,
সুখের দেয়ালি নিভিয়া যেতেছে
আঁধারি ভবন, মরি!
জোরে বল হরি হরি।

(৩)

ওই দেখ যায় দেখা
সুন্দর করে অক্ষয় লোহা
যুগ্ম ঢাকাই শাঁখা।

দেখরে মাধুরী কিবা
যেন প্রসাদী রক্তজবা,
ওই ভেসে যায়　　কাল গঙ্গায়
শ্বেত চন্দন মাখা।

(৪)

বল হরি হরি বোল,
শঙ্খ ধ্বনিতে　　ডুবাইয়া দাও
গৃহ ক্রন্দন রোল।
ফেলো না নয়ন জল
ছড়াও কুসুম দল,
হুলুধ্বনিতে　　মিশাইয়া দাও
হৃদয়ের শত গোল।
বল হরি হরি বোল।

(৫)

জ্বলে উজ্জ্বল চিতা
ধুমের মাঝে　　ফুটীয়া রয়েছে
সিন্দূর ভরা সিঁতা।
বাজাও শঙ্খ খানি,
দাও দাও হুলু ধ্বনি,
কেঁদ না কেঁদ না যাক্ পুড়ে যাক্,
হোমের অপরাজিতা!

ঘোষাল পুকুর।

ঢল ঢল কাল জলে ভরা,
সারি সারি তাল গাছ পাড়ে,
কে না চেনে ঘোষাল পুকুর
গ্রামে যেতে রাস্তার ধারে।

(২)

সকালে বিকালে বাঁধা ঘাটে
রাখাল বালক করে খেলা,
পাকা তাল কুড়াবার লাগি,
বসে ছেলেদের মধুমেলা।

(৩)

এক দিন দুটী পাকা তাল,
শিশু এক কুড়াইয়া পায়,
আর শিশু হাত হতে টানি
সবলে কাড়িয়া নিতে চায়।

(৪)

না পারিয়া জোরে কেড়ে নিতে
বালক বলিল বারবার,
পুকুর হয়েছে আমাদের
জানিস তোদের নাহি আর।'

উজানি।

ডাকি কর্ত্তারে অশেষ বিনয়ে
নফরচন্দ্র কয়,
আপনার কাছে দুই শত টাকা
ঋণী আছি মহাশয়।
অতি দীন আমি এত দিন তাহা
পারি নাই শোধ দিতে,
আজিকে এসেছি টাকা গুলি শুধু
হবে আপনাকে নিতে।
বিস্মিত রায় বলিলেন এই
খাতা পত্তর ভাই,
তোমাদের কই ঋণের কথার
একটী বর্ণ নাই।
একে একে আমি দেখাইতে পারি
তিন পুরুষের খাতা,
বেচে বেছে তুমি বার কর দেখি
এ ধারের কোন কথা।
'লেখা পড়া' ছাড়া বল দেখি কিসে
প্রত্যয় মোর হয়,
মিছা মিছি লওয়া পরের অর্থ
আমার সাধ্য নয়।

নফরচন্দ্র ছল ছল চোখে
বলিলেন তাঁরে পুনঃ
লহুন এ টাকা সত্যই তব
নাহি এতে পাপ কোন ।
পিতা মোর যবে পাঁচ বছরের
পিতামহ যান চলি,
'রায়েদের বাড়ী দুই শত টাকা
ঋণী আছি আমি' বলি।
অল্প বয়সে ইহলোক ছাড়ি
পিতাও গেলেন পরে
পারি নাই মোরা শুধিবারে ঋণ
দুইটী পুরুষ ধরে ।
নয় বছরের শিশু আমি যবে
বিদায়ের দিনে মাতা,
বলিয়াছিলেন প্রপিতাদেবের
এই সে ঋণের কথা।
তার পর হায় নানা ঝঞ্ঝাটে
চলে গেল কত দিন,
আমারো সময় ঘনায়ে আসিছে
শুধিতে নারিনু ঋণ।

আসল কেবল করেছি জোগাড়
স্থদের অবধি নাই,
দুই শত টাকা লয়ে কৃপা করি
উদ্ধার করা চাই।
পিতামহ তব দে ছিলেন ঋণ
কাগজে কি আছে কাজ
পুরুষে পুরুষে রয়েছে যে লেখা
আমাদের হৃদিমাঝ।
বহু মিনতিতে শ্রীমন্ত রায়
টাকা কটী হাতে তুলি,
সজল নয়নে বারেক দুজনে
করিলেন কোলাকুলি।
বিদায় লইয়া নফরচন্দ্র
সাত দিবসের পর
তীর্থ না গিয়া তীর্থ করিয়া
ফিরিয়া এলেন ঘর।
পথে রঘুনাথ তাঁহার কথায়
করিল অঙ্গীকার
এ কথা কারেও বলিবে না কভু
মরণের আগে তাঁর।

কোথা নামাবলী বরগুঞ্জ মালা
কোথায় প্রসাদ ভাই
কাশীর পেয়ারা গয়ার পেড়া ত
একটীও আনে নাই।
গৃহেতে তনয় বধূ দুহিতারা
সকলে বলিল ছি
দুই শত টাকা লয়ে বাবা সেথা
করিয়া এলেন কি ?
নফরচন্দ্র সুস্থ হৃদয়ে
এত দিন পরে আজ
শুইলেন আসি আপনার সেই
পৈত্রিক গৃহ মাঝ।
হেসো না শুনি এ তীর্থ ভ্রমণ
হে পাঠক মহাশয়
গয়ার পিণ্ডে পিতৃ পুরুষ
এত কি তৃপ্ত হয় ?

—

শ্রীমন।

নামটা তাহার মন্মথ কি অন্য কিছু হবে,
শ্রীমন বলে' কিন্তু তারে ডাকে গ্রামের সবে।
শিশুকালে শেখে নাই সে অধিক লেখা পড়া
সত্য ছিল তাহার কাছে মরার মত মরা।
প্রতি মাঠে, প্রতি ঘাটে, গ্রামের প্রতি গাছে
আজো বুঝি তাহার পায়ের ধূলার চিহ্ন আছে।
খেলতো শুধু ধূল কাদাপুর ডাণ্ডা গুলি খেলা
স্বপ্নের মত চলে যেত দীর্ঘ দিনের বেলা।
দেখা দিত পাঠশালে সে দু এক দিবস আসি,
সরোবরের পানকৌড়ী যেন উঠত হঠাৎ ভাসি।
কণ্ঠ তাহার মধুর ছিল গীতেই ছিল টান,
লেখা পড়া শিখতো ভাল ছাড়তো যদি গান।
গাইত যখন হাত তুলে সে সংকীর্তনের দলে
গান শুনে তার গ্রামের বুড়া ভাসত আঁখি জলে।
কেটে গেছে শৈশব তার প্রভাত কালের মত
এখন তাতে পড়েছে হায় খর কিরণ শত।
চলে গেছে বন্ধু ছুকাই জনম আঁধার করি,
সঙ্গী ছাড়া বনের পাখী একলা আছে পড়ি।

আশুতোষ।

এসেছিলে গাইতে তুমি পাওনি গাহিতে
সোণার তরী ডুবে গেল দুদিন বাহিতে।
মিশে গেলে রশ্মিজালে শুক্রতারাটী।
তোমার তরে নীহার ঝরে রাত্রি সারাটী।
নিশির মুখে নিভলে দুখে অমার দেয়ালি
প্রভাত কালে পড়লে ঝরে স্বর্ণ সেফালি।
তোমার স্মৃতি দুলছে নিতি শোভার দুকূলে
তোমার ব্যথা রইল গাঁথা শুষ্ক মুকুলে।

——

ভাঙাবাড়ী।

কোগ্রামে করিত বাস হরিশ পোদ্দার
গ্রামের আধেক জুড়ে বাড়ী ছিল তার।
ভ্রাতা ভগ্নী পত্নী পুত্র বন্ধু পরিজন
মুখরিত করেছিল তার সে ভবন।
সদাই বহিত গৃহে উৎসব মহান,
এখন হয়েছে হায় সব অবসান।
নীরব বাজে না আর মন্দিরে কাঁশর
আসে না প্রসাদলুব্ধ বালক নিকর।
ভেঙেছে দেয়াল কোথা পড়িয়াছে কড়ি
শ্মশানের মত শূন্য গৃহ আছে পড়ি।
হরিশ লভেছে শান্তি তার গৃহমাঝ
নিভু নিভু দীপখানি শুধু জ্বলে আজ।
সব গেছে একমাত্র কন্যা আছে তার
ত্যক্ত গৃহ আঙিনায় সেফালির ঝাড়।

———

গোলাম।

বুড়া তাহার ছিলই নাক আশা
ছিল তাহার একটী ছোট মেয়ে
ভরসা নাইত বাঁচবে সেটী কি না
এখন বটে বেড়ায় নেচে গেয়ে।

(২)

মেয়ে যখন উঠল বড় হয়ে
হল যবে বিয়ে দেবার মত,
আশার রেখা জাগল' বুড়ার বুকে
বেলা শেষে রৌদ্রটুকুর মত।

(৩)

ভাবলো বুড়া বিয়ে দিয়ে এনে
জামাইকে তার নিজের কাছে থোবে,
বহু কালের পুরাতন এই ভিটা
যা হক তবু সন্ধাটী ত পাবে।

(৪)

বিয়ে হল জামাই এল ঘরে
ফুটল হাসি বুড়ার পাণ্ডু মুখে,
রোদে জলে ইন্দ্রধনুর শোভা
জাগে যেমন সন্ধ্যা আকাশ বুকে।

(৫)

বুড়া আপন অশথ গাছটী বেচে
জামাই তরে কিনলে গরু দুটী,
জামাই তাহার মাঠে নিতুই খাটে
গৃহের কাজে ব্যস্ত থাকে বেটী।

(৬)

গরুর ছানি আপনি কাটে বুড়া
ছাগলদলে পাতা খাওয়ায় বসে,
শীর্ণ দেহে, শক্তি আশার সনে
একটি দিনে জুটল যেন এসে।

(৭)

ছিলনাক গরুর গোয়াল কোন
বুড়া নিজে কোদাল খানি ধরে,
পুকুর হতে জল বহিয়া এনে
ঘর খানি সে তুলতে লাগল ধীরে

(৮)

ক্ষুদ্র সুখে হায় রে বিধি বাদী—
মেয়েটী তার হঠাৎ গেল মরে,
চোখের জল ত ফেল্‌লে নাক বুড়া
জামাইটী যে রইল তারি ঘরে।

(৯)

তুলতে নারে আর সে কোদাল খানি
থাকে বুড়া মুখটী করে ভার,
উঠল না আর রইল তেমনি পড়ে
আধেক গড়া গোহাল খানি তার ।

——

ভিটাছাড়া।

উজানি ছাড়িয়া এসেছি পলায়ে বাপের আমলে তার,
আবার আমার পিছুনে লেগেছে ছেলে তার জমিদার।
ভিন্ গ্রামে এসে নিস্তার নাই এ গ্রামও লয়েছে কিনে
কিছুতেই তার মিটিবে না ক্ষুধা আমাদের ভিটা বিনে।
ছোট কুঁড়ে ঘরে আছি হেথা পড়ে' কষ্টে কাটাই দিন
উজানির স্নেহ স্মরি স্মরি দেহ নিত্য হতেছে ক্ষীণ।
নব জমিদার ডাকিয়া আবার বলিলেন দেরে ছাড়ি'
তোর ওই ভিটা, হোতায় হইবে আমার কাছারি বাড়ী।
শুনি' রোষে ক্ষোভে কাঁদিয়া বলিনু' একি পৈতৃক ধারা
যেমনেতে হ'ক আমাকে কেবল করিবেন ভিটা ছাড়া'
বাবু বলিলেন 'কথা ঠিক বটে' হাসিয়া কুটিল হাসি
'বাবা করেছেন শুধু ভিটা ছাড়া আমি করিব যে বেশী।
আমার হুকুম অতি সত্বর তিন দিবসের পর,
ভরা ভাদরেই যেমনে হউক ছেড়ে দিতে হবে ঘর।
কাঁদিয়া বলিনু, 'রক্ষা করুন ঘর কোথা পাব খুঁজি,
বরষা কদিন ছাওয়ান কুড়েতে থাকি বাবু মাথা গুঁজি'
অধিক রাগিয়া বাবু বলিলেন 'চল উজানিতে ফিরে'
বলিলাম 'বাবু কোথা পাব ঠাঁই' ভাসি আঁখি নীরে

উজানি।

বাবু বলিলেন ‘তোমার সে ভিটা নব নব ঘর সাথে
আজ হতে পুনঃ তোমার হইল, সঁপে দিনু নিজ হাতে।
তোমার সে ভিটা ঋণে কিনেছেন পিতা মোর ভুস্বামী
এ ভিটা বদলে সে ভিটা দিলাম গৃহে ফিরে চল তুমি।’
কাঁদিয়া বলিনু ‘ধন্য বাবুগো ধন্য তোমার পিতে
নেছিলেন বুঝি এক গুণ নিয়া দশ গুণ ফিরে দিতে।’

—

সতী।

কোমল করুণ বীণার ধ্বনি অতি মধুর কণ্ঠ কার
গ্রামবাসীরে জাগায় ফাগুন রাতে,
দ্রোণের ফুলে জলাঞ্জলি ছড়িয়ে থাকে নিত্য তার
অশ্রু তাহার নিশার নীহার সাথে।

২)

গ্রামের বৃদ্ধ বলেন ওই সে শ্যামল মাঠে অজয় পার
বসন্তের এক এমনি নিশিমুখে,
জ্বলে ছিল একটি চিতা ঘটনা সে সে দিনকার
পুড়লো সতী মৃত পতির বুকে।

(৩)

উঠলো জ্বলি রক্তচেলি রাঙিয়ে দিয়ে বৈশ্বানর
বাজলো ঢোল ও সাঁনাই কাঁসি কত,
পুড়লো হোমের অপরাজিতা শত লোকের চোখের পর
ছড়াল খই গ্রামের বালা যত।

(৪)

আজো যেহে গৃহে গৃহে আছে তাহার সিঁদুর খই
বক্সী বাড়ী আছে শাঁখার জোড়া,
সেই অবধি বাজতে শুনি তাহার আগে পাইনি কই
ফাল্গুন রাতে এমন গীতের সাড়া।

উজানি।

(৫)

শুনি আসে গভীর রাতে সতীর কণক তরীখান,
বেয়ে আনে হেতায় কে এক পরী;
শিশির ছলে অশ্রু ঢালে শুনি তাহার বিষাদ গান
শাখা শাখী শিরটী নত করি।

(৬)

সারা রাতটী বীণায় বাজে সে দিনের সেই বেহাগ সুর
তরীর শিরে হীরার আলো জ্বলে,
নিশি শেষে হুলুধ্বনি দিতে দিতে অনেক দূর
পরী সিঁদূর ছড়িয়ে দিয়ে চলে।

(৭)

বালক দলে দিগ্‌বলয়ে তরীর পালটী দেখতে পায়,
দেখতে দেখতে যায় গো দূরে সরি,
সুদূর বীণার সুরটী শুধু কোমল প্রাণে র'য়েই যায়
উষার আচলায় লুকায় সোনার তরি।

(৮)

শুকতারাতে নিতুই প্রাতে তরীর আলো মিলিয়ে যায়
হুলুধ্বনি পাখীর কলরবে,
সতীর সিঁতার সিঁদূরটুকু লাগে বালক রবির গায়
চেয়ে দেখে গ্রামের বধূ সবে।

শেষ।

দীন পল্লীর মেঠো গান তোর
কে শুনিবে রাজ সভাতে,
কি করিবি আর বসিয়া একাকী তফাতে।
সুতার সেতার বাঁশরী বীণায় কেবলি
যেখানে লহরী নিয়ত উঠিছে উথলি,
মাঠের জলের জল তরঙ্গ
সেথায় এলি রে শুনাতে,
দীন পল্লীর মেঠো গান তোর
কে শুনিবে রাজ সভাতে।

(২)

এ হাটে ও তোর শ্যামলতা ফুল
বল কে রে ভালবাসিবে ?
দীনতার ছবি দেখে লোকে শুধু হাসিবে।
পাপিয়া কোকিল শুক ময়নার কাকুলি
পিপাসু শ্রবণ যেথায় রেখেছে আগুলি
সেথায় লাজুক ও শ্যামার শিষ
কে আর শুনিতে আসিবে !
এ হাটে ও তোর শ্যামলতা ফুল
বল কেরে ভাল বাসিবে ?

(৩)

চল গা'বি গান উদাস বাতাসে
তোর চেনা মাঠে সেখানে,
নদী কল্ কল্ মিলাইবে সুর যেখানে।

উঠানে সূরযমুখিটী উঠিবে আকুলি,
সোহাগে ঘাসেতে গড়াগড়ি দিবে সেফালি,
তুই কবি তোর পল্লীবাণীর
শ্যামল মাধবী বিতানে,

চল গা'বি গান উদাস বাতাসে
তোর চেনা মাঠে সেখানে !

সমাপ্ত।